দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

NOV 01 2002

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

বিজ্ঞান চর্চায় অধিকতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশে বিজ্ঞান চর্চায় অধিকতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। গত একবছরে বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার লক্ষ্যে রাজধানীর বি সি এস আই আর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

বিজ্ঞান চর্চায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গতকাল বৃহস্পতিবার বক্তারা একথা বলেন। বক্তারা আরও বলেন, বিশ্বে বর্তমান সম্পদ ভিত্তিক সমাজ ব্যঘস্থার বিপরীতে মেধাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরী হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশকে আগামী বিশ্বের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বক্তারা, ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস সংরক্ষণের সাথে সাথে বিজ্ঞান গবেষণায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমুহের কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ইকবাল মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ আব্দুল মঈন খান। বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব কারার মাহমদুল ইসলাম, আণবিক শক্তি কমিশনের মহাপরিচালক নাইম চৌধুরী, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ডঃএ, এন চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ সফিউল্লাহ, ডঃ আসাদুজ্জামান, ডঃ মশিহুজ্জামান, অধ্যাপক ডঃ মাহাবুব উল্লাহ, ডঃ আইনুন নিশাত, বেসিসের সভাপতি হাবিবুল্লাহ এন চৌধুরী, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি সবুর খান প্রমুখ।

ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, যথোপযুক্ত গবেষণার ফলে বাংলাদেশ কৃষিতে সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্দীপনার অভাবে গত ৩০ বছরে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দীর্ঘ মেয়াদী সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

ডঃ আব্দুল মঈন খান বলেন, বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারের অর্থায়নে কোন বাধা নেই। চলতি বছর বাজেটে সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৯০ কোটি থেকে কমিয়ে ৭০ কোটি টাকা করেছে। এরপরও বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারলে অবশ্যই সাফল্য অর্জন করতে পারব।